হরিণাকুণ্ডুতে বীর মুক্তিযোদ্ধার ইন্তেকাল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলী মারা গেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

সোমবার (২০ জুন) সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকার সময়ে মারা যান তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো (৭০) বছর। তার বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলার বৈঠাপাড়া গ্রামে।

বেলা ৩ টায় তাকে তার নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে রাষ্টীয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করে উপজেলা প্রশাসন।

পরে মরহুমের নামাজের জানাজা শেষে পারিবার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একটি পুলিশ সদস্যদের গার্ড অফ অনার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা। উপস্থিত ঠিলেন ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন,শরাফত দৌলা ঝন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ জেলা সাবেক কমাণ্ডার রেজাউল ইসলাম গেন্দা,বীর মুক্তিযোদ্ধা হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সাবেক কমাণ্ডার মহী উদ্দীন মাষ্টার,বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহাজ উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন, বিজিবি হাবিলদার মোশারফ হোসেন,হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ আরও অনেকেই ।

মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর স্ত্রী ১ ছেলে এবং ৩ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

সিনিয়র সহকারী সচিব পদে

পদোন্নতি পেলেন সুদিপ্ত কুমার সিংহ

সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদিপ্ত কুমার সিংহ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শেখ শামছুল আরেফীন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়।

বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, আমার উপরে অর্পিত রাষ্ট্রের সকল আদেশ ও দায়িত্ব আমি সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করবো।

একটি সেলাই মেশিন দিয়ে মিনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সম্ভব --অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম বলেছেন, কর্মদক্ষতা, প্রবল আত্মশক্তি ও পরিকল্পনা থাকলে একটি সেলাই মেশিন দিয়ে শুরু করে ছোট মিনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সম্ভব।

এজন্য এখন থেকে আত্ম প্রত্যয়ি হতে হবে। এখন ছোট্র গ্রামে বসেও

অনেক কিছু করা সম্ভব। কারণ, ঢাকার অনেক বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা ফ্যাশন হাউজগুলো গ্রামীণ নারীদের তৈরী বিশেষ করে বুটিক, নকশীকাথাসহ সুঁচ সেলাইয়ের অনেক পণ্য নিয়ে থাকে। তাই নারীদের বেশী বেশী করে এসব কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে।

সদর উপজেলার গরীব, অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ সোমবার (২০ জুন) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)’র অর্থায়নে উপজেলার ৮০ জন গরীব অসহায় নারীদের মধ্যে এ সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা, সদর উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইয়ারুল ইসলাম আরো বলেন, নারীদের উন্নয়নে সরকার তার সবগুলো দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এসব সুযোগুলো কাজে লাগিয়ে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। একটা সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে নারী উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের হাত দুটিকেও কর্মের হাত বানাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, সমাজের একটা বড় অংশই নারী। তাই নারীদের পিছিয়ে রেখে সমাজকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই নারী পুরুষকে এক সাথে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সমাধি!

গত ১৫ জুন ২৭ বছরের যাত্রা শেষ হলে ৯০-এর দশকে ইন্টারনেট ব্যবহারের একমাত্র ভরসা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। ঘোষণা দিয়েই এক সময়কার জনপ্রিয় ব্রাউজারটিকে বিদায় জানিয়েছে মাইক্রোসফট। তবে ৯০-এর দশক কিংবা ২০০০ গোড়ার দিকে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, তারা অনেকেই সেই ব্রাউজারকে ভুলতে পারছেন না। এখনো বিদায় জানাচ্ছেন সজল নয়নে। তেমনই একজন দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্জিনিয়ার জুং কি-ইয়ং। আর তাইতো প্রায় তিন লাখ টাকায় তৈরি করছেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সমাধি।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের উদ্দেশে ভালোবাসার বার্তাও সমাধির এপিটাফে লেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয় ‘অন্য ব্রাউজার ডাউনলোড করার জন্য বেশ ভালো একটি টুল ছিল সে।’ জুংয়ের এই বার্তার সঙ্গে অবশ্য অনেকেই একমত। কারণ গত বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রোম বা অন্য গতিময় ব্রাউজার ডাউলোড করার জন্য অনেকেই ব্যবহার করছিলেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। কারণ এক সময়ে অধিকাংশ কম্পিউটারে শুরু থেকে শুধু ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারই দেওয়া থাকত। তাই ব্যবহারকারীরাও ভাবতেন, অন্য ব্রাউজার পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ এটিই।

১৯৯৫ সালে জন্ম এই ব্রাউজারটির। ২০০৩ সালে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিল ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। সেই সময় বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত সব ইন্টারনেট ব্রাউজারের ৯৫ শতাংশ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ধরে রেখেছিল। যদিও প্রতিযোগী কোম্পানিগুলো একের পর এক ব্রাউজার তৈরি করে বাজারে আনার কারণে ধীরে ধীরে এই আইকনিক ব্রাউজারের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে।

২০১৬ সালেই এই ব্রাউজারের ফিচার ডেভেলপমেন্টের কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মাইক্রোসফট। সেসময় মাইক্রোসফট নিয়ে আসে তাদের নতুন ব্রাউজার এজ।

এরপর থেকে নতুন ব্রাউজারের উপরে মনোনিবেশ শুরু করে মার্কিন সংস্থাটি। যে কারণে ধীরে ধীরে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের দিকে নজর আরও কমে যায় মাইক্রোসফটের।

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

দুদিনে বন্যার্তদের ১৬ লাখ টাকার সহায়তা দিলেন তরুণ গায়ক

টানা ভারি বর্ষণ , আসাম ও মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেট , মৌলভীবাজার , সুনামগঞ্জ , হবিগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক বন্যায় জনদুর্ভোগ মারাত্মক রূপ নিয়েছে।

খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সংকটের পাশাপাশি স্যানিটেশন সমস্যা চলছে গত ১৭ তারিখ থেকেই। বয়স্ক , নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে। না খেয়ে লাখ লাখ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এসব বানভাসি মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে বাংলাদেশের সেলিব্রিটিরা সক্রিয় হয়েছেন। এবারের ঈদুল আজহায় ১৪ -১৫টি গরু কুরবানি না দিয়ে সেই অর্থ বন্যার্তদের দিচ্ছেন অভিনেতা -প্রযোজক অনন্ত জলিল।

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা ও প্রযোজক মনোয়ার হোসেন ডিপজল সিলেট -সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের জন্য ১০ ট্রাক খাদ্যসামগ্রী পাঠাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

তবে এসব মানবিক কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশি চমক দেখিয়েছেন ‘কুঁড়েঘর ’ ব্যান্ডের তরুণ সংগীতশিল্পী তাশরীফ খান। বন্যার্তদের সহায়তায় তিনি একাই দুদিনে ১৬ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন।

ফেসবুক লাইভে এসে এ সংগীতশিল্পী বলেন , ‘দুদিনে ১৬ লাখ টাকা অনুদান এসেছে। আমাদের সব নম্বরের লিমিট শেষ। এখন কেউ টাকা পাঠাবেন না। আমরা এটা বন্যার্তদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রয়োজন হলে আবার জানাব। ’

বন্যার্তের সহায়তায় বেশ কিছু দিন ধরেই সিলেটে অবস্থান করছেন তাশরীফ। বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে বন্যার্তের পাশে তার দাঁড়ানোর বিষয়টি ফেসবুকে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।

আমি যদি কোচিংও করি তাতেও সমস্যা : সাকিব

বোলারদের পারফরম্যান্সে কোনো ঘাটতি নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে টাইগারদের পিছিয়ে দিয়েছেন ব্যাটাররা।

ব্যাটারদের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৭ উইকেটের ব্যবধানে হারলেন টাইগাররা।

দ্বিতীয়বারের মতো নেতৃত্ব কাঁধে নিয়েই পরাজয়ের তেতো স্বাদ নিলেন সাকিব আল হাসান। হয়তো এ কারণেই সতীর্থদের ছাড়লেন না। রীতিমতো ধুয়ে দিলেন। শুধু মানসিক নয়; ব্যাটারদের টেকনিক্যাল সমস্যাও আছে বলে জানালেন তিনি।

এতদিন দেখা গেছে ম্যাচ হারের পর কোচ-অধিনায়করা ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু এবার বাংলাদেশ অধিনায়ক যেন একটু ক্ষেপেই গেলেন।

অ্যান্টিগায় হারের পর ম্যাচপরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক সাকিব বলেন, ‘টেকনিক্যালি অনেক সমস্যা আছে। টেকনিক্যালি সাউন্ড এমন খেলোয়াড় খুব বেশি আছে আমাদের, তা মনে হয় না। আমাদের দলের যারা আছে সবারই টেকনিক্যাল সমস্যা আছে। তাদের উপায় খুঁজে বের করতে হবে কীভাবে রান করতে হবে, ক্রিজে থাকতে হবে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

অ্যান্টিগা টেস্টে ব্যাট হাতে আর সবার চেয়ে উজ্জ্বল সাকিব। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে টানা দুই হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। সোহানের সঙ্গে ১২৩ রানের জুটি গড়ে টার্গেট দিতে পেরেছেন উইন্ডিজকে। টেস্টের আয়ু বাড়িয়েছেন চতুর্থ দিনে।

তবে কি তিনি মুমিনুল-শান্তদের কোচিং করাবেন টেকনিক্যাল সমস্যা দূর করতে?

সাকিবের বক্তব্য, একই সঙ্গে অধিনায়ক আর কোচের ভূমিকা পালন করার কোনো ইচ্ছেই নেই তার।

সাকিব বলেন, ‘দেখেন এটা তো আসলে আমার খুব বেশি আলোচনার বিষয় না। কোচেরই আলোচনা করার বিষয়। এখন আমি যদি কোচিংও করি অধিনায়কত্বও করি তা হলে তো সমস্যা। আমার কাজ যতটুকু, ততটুকুতে

থাকা আমার মনে হয় বেটার। আমার দায়িত্ব যতটুকু , ততটুকু পালন করার চেষ্টা করব। বাকি যার যে কাজ তা তাদের জায়গা থেকে করলে সবার জন্য কাজটা সহজ হবে। ’

তবে ব্যাটিংয়ের এই দৈন্যতা ব্যক্তিগতভাবেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে করেন সাকিব।

এ অলরাউন্ডার বলেন , ‘এটা যার যার ব্যক্তিগতভাবে আনা সম্ভব। এটি কাউকে বলে দিয়ে কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং এটা ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে কীভাবে সে রানে ফিরতে পারে বা ক্রিজে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারবে। ’

প্রসঙ্গত অ্যান্টিগা টেস্টে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ অলআউট হয়েছিল মাত্র ১০৩ রানে। ১১ ব্যাটসম্যানের ছয়জনই শূন্য রানে আউট হন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৫। সাকিব ও সোহানের জুটিতে কিছুটা মুখ রক্ষা হয়। তবে এ ইনিংসে ২৫ রানের কোটা পার করতে পারেননি ৮ ব্যাটার।

আলমডাঙ্গায় কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণে রোভিং সেমিনার অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় রোভিং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার শহিদ সরোওয়ার্দীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন , মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। সেমিনারটি পরিচালনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা।

মেহেরপুর পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র রিটনের আনন্দ র্যালী

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে মিছিলটি মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অনুষ্ঠিত হয় এ আনন্দ মিছিল।

মিছিলটি কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বড়বাজার, হোটেল বাজার প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

রে, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আ্যড. ইয়ারুল ইসলাম জনসাধারণের মাঝে বক্তব্য রাখেন।

বিশাল বিজয় মিছিলে রং মেখে সকল শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী পৌরসভার মেয়রের বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীর বড় ভাই আবু বক্কর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

রবিবার বিকাল ৪.৫০ মিনিটের সময় উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে একটি ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই মারা যান তিনি। আবু বক্করের স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, বন্ধু ও গুনগ্রাহী রয়েছেন।

আবু বক্করের বড় ছেলে ও স্থানীয় হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মইনুল ইসলাম রতন জানান, আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত অসুস্থ ছিলেন।বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করানো হচ্ছিল। নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার দাফন করা হবে বলে জানান তিনি।